জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ
www.nape.gov.bd

স্মারক নং:৩৮.০৪.০০০০.৪০৮.১৬.০৪৭(অংশ-৪).২২- (০৭)

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০১.৯৯.০৯৮.২২-৪৬৮, তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের তথ্য-উপাত্তসহ আলোকচিত্র প্রতিবেদনাকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় সমীপে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে একপ্রস্থ।

০৮/০৯/২০২২

(মোঃ শাহ আলম)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২৯৯৬৬৬৬৩০৫
mail: dgnape@gmail.com

সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : জনাব মোঃ এরফানুল হক
উপসচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
NATIONAL ACADEMY FOR PRIMARY EDUCATION
MYMENSINGH
শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন

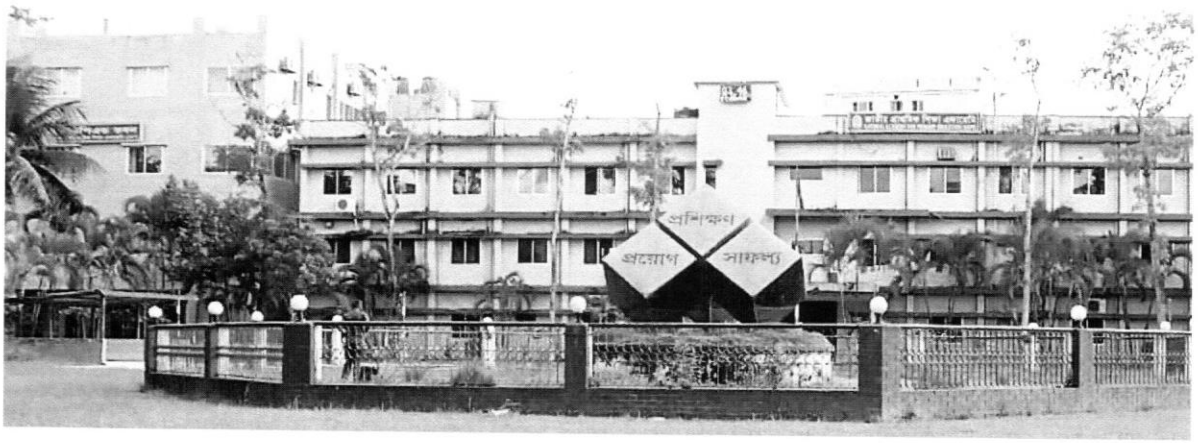

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন

যোগাযোগ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, একাডেমি রোড, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০২৯৯৬৬৬৬৩০৫
www.nape.gov.bd;e-mail: dgnape@gmail.com; dg@nape.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তিতে নেপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করে থাকে। নেপ দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮ মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স এবং এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড কোর্স পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। নেপ উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া সরকার ও দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেপ কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে বিভিন্ন গবেষণা, সভা-সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাসের একাংশ

রূপকল্প (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য সচিব

কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. বুনিয়াদি, মৌলিক, ইনডাকশন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান
২. ডিপিএড বোর্ড এর মাধ্যমে পিটিআইসমূহে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা
৪. অভ্যন্তরিণ স্থাপনা/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও মেরামত কাজ

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

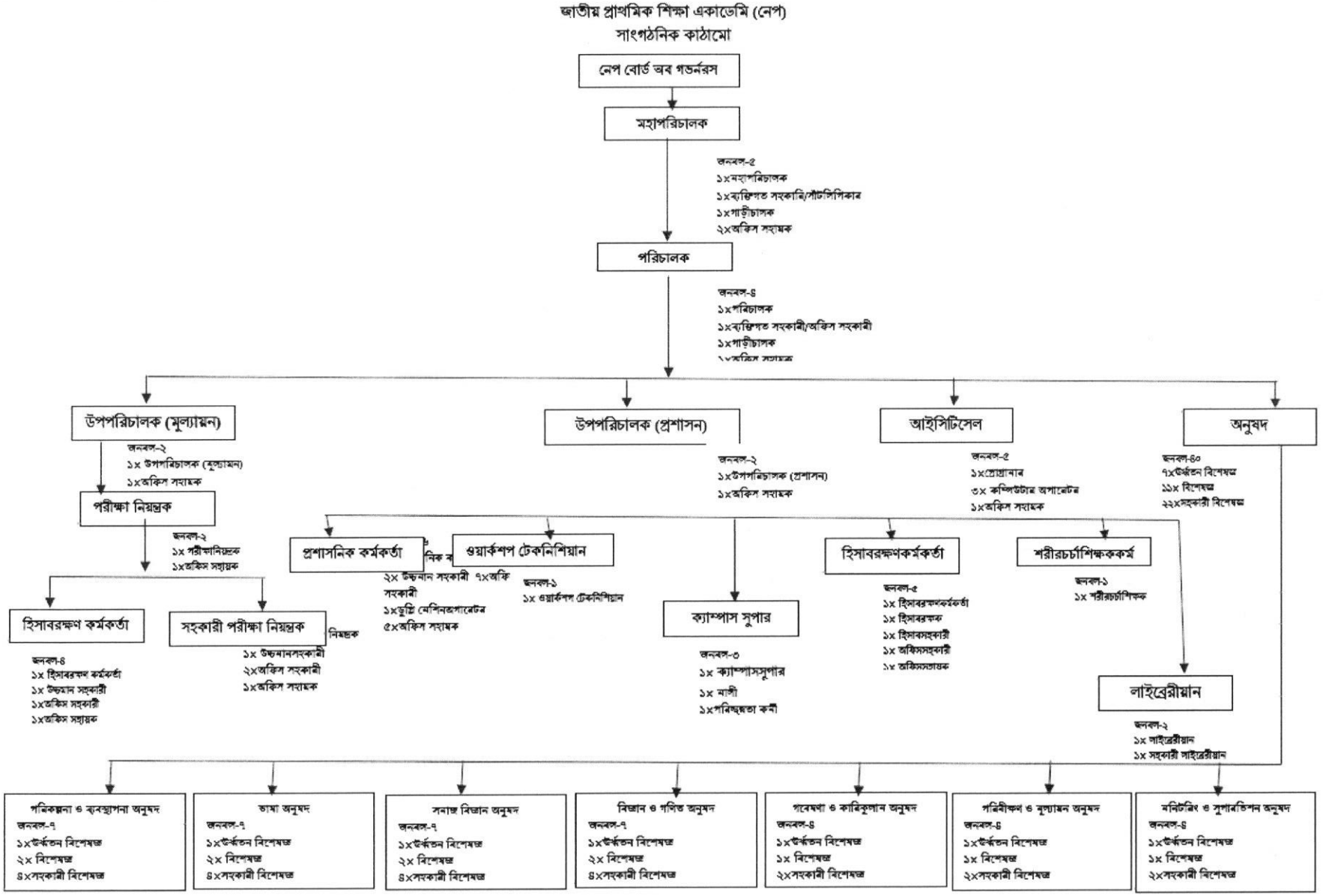

প্রধান কার্যাবলি

১. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
২. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন / বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিস্তরণ ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান
৫. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম এর উন্নয়ন/পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
৬. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

☐ কার্যাবলি বাস্তবায়নে নিয়োজিত অনুষদসমূহ:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির প্রশিক্ষণ-গবেষণা কর্মকান্ড একাডেমির নিম্নবর্ণিত ৭টি অনুষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও পাঠক্রম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত, ব্যয়িত এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণ:

- মোট বরাদ্দ: ৮,২৭,০০,০০০.০০ (আট কোটি, সাতাশ লক্ষ) টাকা
- ৪ কিস্তিতে মোট ছাড়কৃত অর্থ: ৮,২৭,০০,০০০.০০ (আট কোটি, সাতাশ লক্ষ) টাকা
- বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় হয়: ৬,৯৮,৩০,৩৮১.৫০ (ছয় কোটি আটনব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত একাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা
- মোট অব্যয়িত থাকে : ১,২৮,৬৯,৬১৮.৫০ (এক কোটি আটাশ লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত আঠারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, আমাদের মহান স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী নিম্নোল্লেখিত অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ সম্বলিত প্রাথমিক শিক্ষা বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করা হয়।
- জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০তম বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যসহ উদযাপন করা হয়।
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ৭ই মার্চ ২০২২ জাতির পিতার কালজয়ী '৭ই মার্চের ভাষণ' ইনডোর ও আউটডোর প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সার্কিট হাউস সংলগ্ন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার নেতৃত্ব, রাজনীতি এবং তাঁর মহান কর্মজীবনের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সেমিনার আয়োজন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

☐ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement), ২০২২-২৩ সম্পাদন

২৬ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমসমূহ চলমান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি. ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

☐ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- ডিপিএড ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট-এ মোট ১৮,৬২২ জন প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোর্স সম্পন্ন করেছেন।
- ডিপিএড ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে দুই শিফটে ১১,৩৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ পিটিআইসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- সি-ইন-এড কোর্সে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৪টি সরকারি (নারায়নগঞ্জ, শেরপুর, বগুড়া, বান্দরবান) পিটিআই-এ মোট ২২২ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চলমান।

☐ পেশাগত প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমকি শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ, ২০২১-২২ (এক নজরে):

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম নাম	মেয়াদ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নবনিযুক্ত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	৩০ দিন	৫০	৩০	৮০
২	ইন্টারেকটিভ স্মার্টবোর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মাট ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	১৯	০৫	২৪

☐ এপিএ ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালা:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	সময়কাল	পুরুষ	মহিলা	মোট
১.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ দিন	২৯	০৬	৩৫
২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ দিন	৩৮	০৯	৪৭
৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়ার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৭	০৯	৩৬
৪.	৪র্থ শিল্পবিপ্লব এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৮	১০	৩৮
৫.	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০১ দিন	২৮	০৭	৩৫
৬.	সেবাদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৮	০৯	৩৭
৭.	ই-গভর্নেন্স ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩২	০৮	৪০
৮.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৯	০৬	৩৫
৯.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩২	০৮	৪০
১০.	গুগল ফরম ম্যানেজমেন্ট এবং সরকারি চাকুরী বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩৪	০৮	৪২

নেপ অনুষদসদস্যগণের সাথে মত বিনিময় করছেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

☐ সম্পাদিত গবেষণাসমূহ:

রাজস্ব খাতের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নোল্লেখিত দুইটি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই
২. Measuring Teacher Effectiveness for Primary Teachers in Bangladesh

☐ প্রকাশনা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত সকল দপ্তরের কর্মকান্ডের প্রচারের জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধ সমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল Primary Education Journal নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

☐ প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমী-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপবার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি আরও বিস্তৃত কলেবরে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংবাদ নিয়ে আবারো 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সমূহের একটি সার্বিক চিত্র 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা'য় প্রতিফলিত হয়।
২০২১-২০২২ মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান, বর্তামান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মকান্ড, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এবং সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমনিুল ইসলাম খান এর কার্যক্রমসমূহ বিশেষ স্থান অধিকার করে। এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবয়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এর সংবাদ এতে স্থান পায়।

☐ প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল

বাৎসরিক প্রকাশনা 'প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল' এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

☐ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে মাঠ পর্যায়ের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অন্যতম উপায়।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নেপ প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।
২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

☐ মনিটরিং ও সুপারভিশন

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পিটিআইসমূহে মুখোমুখি প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকায় ৬৭টি পিটিআই-এর ডিপিএড ও সি-ইন-এড (মাগুরা ও রাজবাড়ী পিটিআই এবং হাজী কাশেম আলী বেসরকারী পিটিআই) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং ও সার্বিক তত্তাবধান-এর জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া নেপ বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিখন শেখোনো কৌশলসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে।

☐ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- সেবার মান সহজীকরণ করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ ডিজিটালাইজেশন করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফলে পিটিআই ও নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স/ ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে কর্মসম্পাদন আরও সহজ হচ্ছে।
- পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি,রেজিস্ট্রেশন, ফরমফিলাপ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম

☐ লক্ষ্য ৪: গুনগত শিক্ষা

এসডিজি ৪ হলো " সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি "।

এসডিজি ৪ এর দশটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা ১১ টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

সাতটি "ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য" হচ্ছে -

১. বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা;

২. মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার;

৩. প্রাইমারি সমাপ্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাঙ্খিত পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন;

৪. শিক্ষায় সকল বৈষম্য দূর করা;

৫. টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা এবং

৬. অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধিকরণ

উল্লিখিত লক্ষ্য ও সূচক বাস্তবায়নে প্রয়োজন দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক গড়ে তোলা , দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক তৈরিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও গবেষণামূলক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

"COVID -19 Response and Recovery Plan" বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংকটকালীন সময়ে অনলাইন-অফলাইন বা ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে নেপ এর কার্যক্রমসমূহ স্বাভাবিক রাখা হবে। ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ পর্যন্ত আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষককে পিটিআইসমূহের মাধ্যমে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, রাজস্ব বাজেটের আওতায় মাঠ পর্যায়ের ২০০০ কর্মকর্তাকে অনলাইন/মুখোমখি পদ্ধতিতে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সেবা প্রদানে ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পরিমার্জন, যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখা, অবকাঠামো (একসাথে ২০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান উপযোগী ডরিমিটরি, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর, অডিটরিয়াম, বৈদ্যুতিক ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি) উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপসংহার

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এবং শিক্ষকগণের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রেনিং ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত ট্রেনিংসমূহ অনলাইন ও ফেস-টু-ফেস পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নেপ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সনের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।